প্রিয় শা বি প্র বি

শাহ্‌জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বেশী সময় এক জায়গায় কাটিয়েছি, আমরা দুজনেই এই সময়ের প্রতিটি মূহুর্ত্ত উপভোগ করেছি। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী এবং সহকর্মীরা আমাদের এই জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর আমাদের কোনো ভাষা নেই।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এই দীর্ঘ সময়ে আমরা নানা ধরণের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছি। নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি আমাদের আস্থা ছিল বলে আমরা সবকিছু সহ্য করেছি– এমনকী আমরা আমাদের শিশু সন্তানদের বছরের পর বছর ঢাকায় রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়য়ের জন্যে কাজ করেছি। আমরা সব সময়েই জেনে এসেছি কিছু মানুষ আমাদের বিরোধীতা করেছে, এর সাথে সাথে এটাও জেনে এসেছি এখানকার অসংখ্য মানুষ আসলে আমাদের পাশে আছেন।

দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি যখন একেবারেই শেষ পর্যায়ে তখন হঠাৎ করে আমরা দেখতে পেলাম যারা এতোদিন সবসময়ে আমাদের পাশে ছিলেন– তারা আমাদের পাশে নেই। সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট হচ্ছে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের স্বকীয়তা পুরোপুরি বজায় রেখে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে। শুধুমাত্র একদিনে এক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে এবং দেশের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের ছুটোছুটি করতে হবে না। এই চমৎকার পদ্ধতিটি নিয়ে কারো কোনো দুর্ভাবনা থাকতে পারে– সেটি আমরা কখনো কল্পনাও করিনি। আমরা পুরোপুরি অবিশ্বাস এবং বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলাম বামপন্থী এবং জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথমে বিরোধীতার সূচনা করল এবং স্বাভাবিকভাবে সেটি অন্যরা গ্রহণ করল। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যখন এই পদ্ধতিটির বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন– তখন আমাদের মনে হয়েছে আমাদের সবকিছু নূতন করে ভেবে দেখার সময় হয়েছে। যারা সবসময়েই আমাদের সবকিছুর বিরোধিতা করে, আমরা তাদের বিরোধিতার বিরুদ্ধে এতদিন কাজ করে এসেছি। কিন্তু যারা আমাদের স্বজন, যাদেরকে পাশে নিয়ে কাজ করে এসেছি– তারা যদি আমাদের পাশে না থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের বিদায় নেয়ার সময় হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মেনে সকল সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও অতীতে শুধুমাত্র আমাদের উপস্থিতির জন্যে অনেকবার বিশ্ববিদ্যালয়কে জিম্মি করে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নয়– সারা দেশের অসংখ্য ছেলেমেয়েকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হল। আমাদের মনে হয় আমরা যদি বিদায় নেই তাহলে ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আর এধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না।

26.11.13

Yasmeen Haque
26/11/13

bdnews24.com

৬০ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসর নেয়ার কথা ছিল– আমরা সেভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। সম্প্রতি শিক্ষকদের অবসর নেয়ার সময় ৬৫ বছর করার কারণে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, এখন মনে হয় সেটি আবার গুছিয়ে নেয়া যাবে। আমাদের একজনের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার ইচ্ছে, সেটিতে হাত দিতে পারব। যে শিশুকিশোরেরা চিঠিপত্র লিখে, সময়ের অভাবে তাদের উত্তর দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না– এখন থেকে সেটি সম্ভব হবে। আমাদের অন্যজনের নির্যাতিত মহিলাদের জন্যে কাজ করার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ছিল– এখন সেই পরিকল্পনার জন্যে কাজ করতে পারবে। এছাড়াও আমাদের শিক্ষা-গবেষনা ও উদ্ভাবনীমূলক কাজ নিয়ে আরো অনেক স্বপ্ন রয়েছে– আমরা এখন তার জন্যে কাজ করতে পারব।

এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে নিয়ে পরিপূর্ণ একটি জীবন উপহার দিয়েছে। এই অপূর্ব অভিজ্ঞতাটি নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা– এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যখন এই দেশ এবং পৃথিবীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে তখন আমরা গর্ব করে বলতে পারব আমরা এক সময়ে এখানে আমাদের শ্রম দিয়েছিলাম।

M. Zafar Iqbal 26.11.13

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

Yasmeen Haque 26/11/13

ইয়াসমীন হক

banews24.com